জা. বি.তে **BAAS** সম্মেলন এবং কমপিউটার প্রদর্শনীতে রাষ্ট্রপতি

কবির মোঃ মাহমুদুল আহসান

'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগের মধ্যেই দেশের উন্নয়ন নিহিত'

গত ২৯-৩১শে অক্টোবর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১৯তম BAAS (Bangladesh Association for the Advancement of Science) সম্মেলন। 'বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন' শ্লোগান নিয়ে প্রায় দুই হাজার বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞ দেশের বৃহত্তম এই বিজ্ঞান সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সার্থক প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে-কোন দেশের উন্নতি। অনুন্নত দেশগুলোর পিছিয়ে পড়ার কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাৎপদতা।'

সম্মেলন উপলক্ষে এক কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কমপিউটারের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমূহের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক্স ও কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এ প্রদর্শনীতে অংশ নেয় সিমেন্স-নিক্সডর্ফ, ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইক্যুইপমেন্টস, বেক্সিমকো কমপিউটার্স, ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক, ড্যাফোডিল, প্রশিকা কমপিউটার সিস্টেমস, কমটেক কমপিউটার্স, ফুজিটেক, পিক্সেল, ষ্টার কমপিউটার্স এবং কমপিউটার জগৎ। মাননীয় রাষ্ট্রপতি এ প্রদর্শনীর বিভিন্ন ষ্টল ঘুরে দেখেন এবং এই আয়োজনের প্রশংসা করেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন BAAS সভাপতি পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, উপাচার্য প্রফেসর আমিরুল ইসলাম চৌধুরী এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। দুই দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীতে ভারত, জাপান, নেপাল ও ইরান থেকে আগত বিজ্ঞানীসহ দেশী প্রযুক্তিবিদবৃন্দ এবং প্রচুর শিক্ষার্থীর সমাগম ঘটে। এ আয়োজন পরিদর্শনকালে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের খনিজ ও জ্বালানি সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বিভিন্ন আইটেম বিশেষত মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট এবং বাংলাভাষায় তৈরি সফটওয়্যারসমূহের প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করেন। প্রদর্শনীটি সম্মেলনে আগত বিজ্ঞানীবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণেও সক্ষম হয়।

ইনফরমেশন সার্ভিস নেটওয়ার্ক (ISN) ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে তারা ইন্টারনেটের অভাবনীয় শক্তি তুলে ধরে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক জনাব রায়হান বলেন, 'ইন্টারনেটের প্রতি দর্শকদের আগ্রহে আমরা সত্যিই আনন্দিত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করে তোলার ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী।' কমপিউটারের মাধ্যমে স্থাপিত টেলিকনফারেন্সিং ছিল প্রদর্শনীর আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ফুজিটেক প্রদর্শিত এই প্রযুক্তি দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। অডিও সিডি, ভিসিডি, পিসিটিভি ইত্যাদি দেখিয়ে ড্যাফোডিল মাল্টিমিডিয়াকে দর্শকদের কাছে তুলে ধরে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এ. সবুর বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রতি বছর এ ধরনের আয়োজন করতে হবে। তাহলে প্রযুক্তির এই ঊর্ধ্বগতির সাথে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হবে।'

ভিসিআর থেকে ডকুমেন্টারি ও ছায়াছবিকে বিশেষ মাল্টিমিডিয়া হার্ডওয়্যারের মাধ্যমে কমপিউটার স্ক্রীণে এবং অত্যাধুনিক প্রজেক্টরের বড় পর্দায় দেখিয়ে ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইক্যুইপমেন্ট প্রদর্শনীকে প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী আফতাব-উল ইসলামের চমৎকার উপস্থাপনা মহামান্য রাষ্ট্রপতিকেও মাল্টিমিডিয়ার বর্ণময় জগতের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

কমটেক দ্রুত ও কম খরচে আকর্ষণীয় ভোটার আইডি কার্ড তৈরির প্রযুক্তি প্রদর্শন করে। পরিচালক জনাব পারভেজ আহমেদ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই ধরনের প্রদর্শনী নিয়মিত হওয়া উচিত। প্রযুক্তি দিন দিন উন্নততর হচ্ছে। এসব প্রযুক্তিকে যত বেশি গ্রহণযোগ্য করা যাবে তার সার্থকতা ঠিক ততটাই বেশি।'

বেক্সিমকো প্রদর্শন করে আইবিএম-এর অত্যাধুনিক কয়েকটি পিসি। বেক্সিমকোর রেজা আহমেদ বলেন, 'দুঃখজনক হলেও সত্যি আজও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রীর কমপিউটার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই। তাই আগে প্রয়োজন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানো।'

Siemens উপস্থিত হয়েছিল তাদের সুদৃশ্য কিছু পিসি নিয়ে। তারা আগ্রহী দর্শকদের পিসি ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। সিমেন্স-এর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর খালেদ সামস্ বলেন, 'যদিও ব্যবসায়িক দিক থেকে প্রদর্শনী তেমন সাড়া জাগায়নি তবু দর্শকদের ছিল জানবার কৌতূহল আর আমাদের ছিল জানাবার ইচ্ছা।'

সম্প্রতি উদ্ভাবিত বাংলা ভাষায় প্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ 'যুক্তি' পিক্সেল কমপিউটার্স দর্শকদের সামনে তুলে ধরে। কমপিউটারে মাতৃভাষার এই প্রয়োগ আগ্রহী দর্শকদের অভিভূত করে। প্রশিকা কমপিউটার সিস্টেম তাদের বাংলা সফটওয়্যারগুলোর নানান দিক দর্শকদের ব্যাখ্যা করে। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)-এর প্রযুক্তিগত নানান দিক ও এপ্লিকেশনস্ দর্শকদেরকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন ষ্টার কমপিউটার্সের পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদ।

কমপিউটার জগৎ কমপিউটার বিষয়ক বই এবং পত্রিকাদি নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। এই ষ্টলে দর্শকদের ভিড় ছিল উল্লেখ করার মত।

ইসিএস বিভাগের প্রভাষক মোঃ হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রদর্শন করে পিসি বেস্ড ডাটা অ্যাকুইজিশন ফর সোলার সেল সিস্টেম। সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের যৌথ প্রয়োগে তৈরি প্রজেক্টটি সুধীবৃন্দের দ্বারা প্রশংসিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের আয়োজনের অবয়ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইসিএস বিভাগের ছাত্র ইকো আজহার বলেন, "মূলতঃ আমরা ছাত্র-ছাত্রীরাই প্রদর্শনীর মুখ্য সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেছি। তবে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ বিশেষত ইসিএস বিভাগের সভাপতি ডঃ এইচ. এস. ফারুক, গাণিতিক অনুষদের ডীন ডঃ আনোয়ারুল হক শরীফ, রসায়ন বিভাগের প্রফেসর মেসবাউদ্দিন আহমেদ এবং সর্বোপরি মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আমিরুল ইসলাম চৌধুরীর ব্যক্তিগত উৎসাহ, সহায়তা এবং পরামর্শ সর্বদাই আমাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।" ডঃ এইচ. এস. ফারুক এ প্রসঙ্গে জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো এ ধরনের প্রদর্শনী আয়োজনে আমাদেরকে বাজেট স্বল্পতাসহ নানা সীমাবদ্ধতার সম্মুক্ষীণ হতে হয়েছে। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে কোম্পানিগুলোর স্বতঃস্ফূর্ততার জন্য ধন্যবাদ।"

সবকিছু মিলিয়ে একথা অন্তত বলা যায় যে, কমপিউটারের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাথে বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবার লক্ষ্যে BAAS কমপিউটার শো'টি একটি ইতিবাচক প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ●

(সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ তৌহিদ এম. রাহমান)